দৈনিক
ইনকিলাব
তারিখ 25 JUN 2010
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

মাউশিতে দুর্নীতি রোধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে সরকার

শিক্ষামন্ত্রীর আকস্মিক পরিদর্শন

স্টাফ রিপোর্টার

এমপিওভুক্তির কাজে শিক্ষকদের কাছ থেকে অনৈতিকভাবে টাকা আদায়ের দায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) দু'জন অফিস সহকারীকে গতকাল প্রত্যাহার করা হয়েছে। সেই সাথে মাউশির নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে পর্যবেক্ষণ করার জন্য দু'জন উপ-সচিবকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অধিদপ্তরের দু'জন পরিচালকের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) কর্মকর্তাদের ঘুষ, দুর্নীতি ও অনিয়ম বন্ধে কঠোর অবস্থানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল সত্যতা ... বৃহস্পতিবার আকস্মিকভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পরিদর্শন করেন। মাউশিতে ঝটিকা পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। এ সময় মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশীদ, কলেজ শাখার পরিচালক প্রফেসর দীপক কুমার নাগ মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন। মন্ত্রী এ সময় বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি কার্যক্রমের বিষয়ে খোঁজখবর নেন। এ বিষয়ে তিনি বেসরকারী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলেন। গতকাল বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে এসব শাখায় দুর্নীতি ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তারই

২ অফিস সহকারী প্রত্যাহার

পৃঃ ১৫ কঃ ২

মাউশিতে দুর্নীতি রোধে কঠোর

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

যাচাই করতে শিক্ষামন্ত্রীর গতকালের এই ঝটিকা পরিদর্শন।

মন্ত্রী মাউশির বিভিন্ন কক্ষ ঘুরে কর্তব্যরত কর্মকর্তাদের বলেছেন, সঠিকভাবে এমপিওভুক্তির কাজ করবেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় আপনাদের সঙ্গে আছে, কোন শিক্ষক-কর্মচারীর কাছ থেকে টাকা লেনদেন করবেন না, কাউকে অযথা হয়রানি করবেন না এবং দুর্নীতির আশ্রয় নেবেন না। কারণ দুর্নীতি করে কেউ রক্ষা পাবে না। যাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আসবে তাদের কাউকে ছাড় দেয়া হবে না।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা এমপিওভুক্তির বিষয়ে মাউশিতে যাতে কোন ধরনের হয়রানির শিকার না হয় এর জন্য শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করেছেন। তিনি মাউশির বিতর্কিত পরে মন্ত্রী মাউশির অন্যতম দুর্নীতিগ্রস্ত দপ্তর মাদ্রাসা শাখার এমপিও সংক্রান্ত কক্ষ পরিদর্শন করেন। তিনি এই শাখার কর্মকর্তাদের ভবিষ্যতে দুর্নীতি, অনিয়ম না করার নির্দেশ দেন।

পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী শিক্ষা ভবনের নিচে

এলে বিভিন্ন জেলা থেকে আসা অপেক্ষমাণ শিক্ষক-কর্মচারীরা অভিযোগ করে বলেন, স্যার এখানে টাকা না দিলে কোন কাজ হয় না। প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্তি, টাইমস স্কেল, বদলি ও নিয়োগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি অনুমোদনসহ সব কিছুতেই সংশ্লিষ্টদের চাহিদানুযায়ী ঘুষ দিতে হয়। ঘুষ না দিলে ফাইল নড়ে না।'

মাউশির মহাপরিচালক সাংবাদিকদের জানান, নতুন এমপিও সংক্রান্ত কাজে শিক্ষকদের কাছ থেকে ঘুষ লেনদেনের দায়ে মাধ্যমিক শাখার অফিস সহকারী জাহাঙ্গীর আলম এবং কলেজ শাখার অফিস সহকারী শাহজাহান আলীকে গতকাল মাউশির সব ধরনের কার্যক্রম থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাদের প্রশাসন শাখায় ন্যস্ত করা হয়েছে। আরও যেসব কর্মকর্তারা ঘুষ লেনদেন করছে, দুর্নীতি করছে তাদের ব্যাপারেও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

মন্ত্রী শিক্ষাভবনে এমপিওভুক্তি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য মন্ত্রণালয়ের দু'জন উপসচিবকে দায়িত্ব দেন। তারা হলেন- উপসচিব (কলেজ) মাহারিন চৌধুরী ও উপসচিব (মাধ্যমিক) মনিরুল ইসলাম। এছাড়া এমপিওভুক্তি কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য মাউশি অধিদপ্তরের দু'জন পরিচালককে দায়িত্ব দেয়া হয়। তারা হলেন- পরিচালক (প্রশিক্ষণ) প্রফেসর তাসলিমা বেগম এবং উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) তাহিয়াত হোসেন। তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।